ঝিনাইদহে মহাসড়কে অবৈধ যান চলাচলে হাইকোর্টে নিষেধাজ্ঞা

ঝিনাইদহে মহাসড়কে নছিমন, করিমন, আলমসাধু ও ব্যাটারিচালিত বিভিন্ন অবৈধ যানবাহনের চলাচল বন্ধে কঠোর অবস্থানে গেছে হাইওয়ে পুলিশ।

হাইকোর্টের নির্দেশনা অনুযায়ী ঝিনাইদহের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ মহাসড়কে এসব যানবাহন চলাচল নিষিদ্ধ করে জরুরি ঘোষণা দিয়েছে আরাপপুর হাইওয়ে থানা। এ বিষয়ে মাইকিং করে এসব গাড়ি চালকদের সতর্ক করার ব্যবস্থাও গ্রহন করা হয়েছে।

ঘোষণায় বলা হয়েছে, ব্যাটারিচালিত নছিমন, করিমন, আলমসাধু, গ্রাম বাংলা,অটোটেম্পু ও ইজিবাইক চালকদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, অদ্য হতে ঝিনাইদহ-চুয়াডাঙ্গা, ঝিনাইদহ-মাগুরা ও ঝিনাইদহ-কুষ্টিয়া মহাসড়কে এসব যানবাহন চলাচল করতে পারবে না।

আরও উল্লেখ করা হয়, মহাসড়কে অবৈধ যানবাহন চলাচল বন্ধে হাইকোর্টের নির্দেশনা বাস্তবায়নে নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করা হবে। নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে কোনো যানবাহন চলাচল করলে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের পাশাপাশি যানবাহন জব্দ বা বাজেয়াপ্ত করা হবে বলেও সতর্ক করা হয়েছে।

স্থানীয় সূত্র জানায়,দীর্ঘদিন ধরেই এসব ধীরগতির ও ঝুঁকিপূর্ণ যানবাহন মহাসড়কে চলাচল করায় দুর্ঘটনার আশঙ্কা বাড়ছিল। বিশেষ করে ব্যস্ত সড়কগুলোতে নছিমন-করিমন ও ইজিবাইকের কারণে প্রায়ই যানজট ও দুর্ঘটনার ঘটনা ঘটছে। এ অবস্থায় হাইওয়ে পুলিশের এমন উদ্যোগকে ইতিবাচক হিসেবে দেখছেন সচেতন মহল।

আরাপপুর হাইওয়ে থানার ওসি জাহানুর আলী বলেন,হাইকোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী মহাসড়কে অবৈধ এসব যানবাহন চলাচল বন্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। চালকদের সতর্ক করতে ইতোমধ্যে মাইকিংয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে। অবৈধ যান চলাচল বন্ধ করতে পারলে সড়কে দুর্ঘটনার সংখ্যাও কমবে।

মেহেরপুর বার থেকে হাইকোর্টের বিচারপতি; আসিফ হাসানকে সংবর্ধনা

সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের নবনিযুক্ত অতিরিক্ত বিচারপতি আসিফ হাসানকে সংবর্ধনা দিয়েছে মেহেরপুর জেলা আইনজীবী সমিতি।

মঙ্গলবার দুপুরে সমিতির মিলনায়তনে আয়োজিত সংবর্ধনা ও মতবিনিময় সভায় জেলা বারের সকল সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

বিচারপতি আসিফ হাসান মেহেরপুর জেলা আইনজীবী সমিতির ৩৯ নম্বর সদস্য। তাকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানিয়ে সংবর্ধনা স্মারক তুলে দেন জেলা আইনজীবী সমিতির সভাপতি অ্যাডভোকেট মারুফ আহাম্মদ বিজন, সাধারণ সম্পাদক ও পাবলিক প্রসিকিউটর এ এস এম সাইদুর রাজ্জাক টোটন এবং সিনিয়র সদস্য অ্যাডভোকেট মখলেছুর রহমান খান স্বপন।

মতবিনিময় সভায় সভাপতিত্ব করেন সভাপতি অ্যাডভোকেট মারুফ আহাম্মদ বিজন এবং সঞ্চালনা করেন সাধারণ সম্পাদক টোটন। বক্তব্য রাখেন বারের সিনিয়র সদস্য, সাবেক ও বর্তমান সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকরা।

সভায় বক্তব্যে বারের সাবেক সভাপতি ও জেলা জজ আদালতের সাবেক পিপি অ্যাডভোকেট পল্লব ভট্টাচার্য বলেন, আমাদের জেলার সন্তান ও মেহেরপুর বারের গর্বিত সদস্য হাইকোর্টে বিচারপতি নিযুক্ত হওয়ায় আমরা সত্যিই গর্বিত। আমি প্রস্তাব রাখছি, আসিফ হাসানের সম্মানে মেহেরপুর জেলা বারের ৩৯ নম্বর সদস্যপদটি স্থায়ীভাবে সংরক্ষিত করা হোক।

সভাপতির বক্তব্যে অ্যাডভোকেট মারুফ আহাম্মদ বিজন বলেন, আমাদের ছোট্ট জেলা থেকে এই প্রথম কেউ হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন, এটি আমাদের জন্য ঐতিহাসিক অর্জন। আসিফ হাসানের এই নিয়োগ প্রমাণ করেছে, মেহেরপুর থেকেও বিচারাঙ্গনের সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছানো সম্ভব। চাকরি বিধি অনুযায়ী বিচারকদের অবসরের বয়স ৬৭ বছর। আমরা প্রত্যাশা করি, এর মধ্যেই তিনি নিজের যোগ্যতায় বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির পদ অলংকৃত করবেন।

সংবর্ধিত বিচারপতি আসিফ হাসান বলেন, আমি সব সময় আমার বারকে শ্রদ্ধা করেছি, কখনো অসম্মান করিনি। এখানকার সকল আইনজীবীরও উচিত নিজেদের বারের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখা। রাস্তায় চায়ের দোকানে বসে আড্ডা দেওয়ার মতো কাজ এড়িয়ে চলা প্রয়োজন। আমাদের সকল আলোচনা এবং আড্ডা বার ও আদালতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকলে পেশার মর্যাদা আরও বৃদ্ধি পাবে।

উল্লেখ্য, বিচারপতি আসিফ হাসান মেহেরপুর জেলার সন্তান। তিনি স্থানীয় বিদ্যালয়ে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা শেষ করে ঢাকার একটি স্বনামধন্য কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করেন। পরবর্তীতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইন বিষয়ে স্নাতক (এলএলবি) ও স্নাতকোত্তর (এলএলএম) ডিগ্রি অর্জন করেন।

হাইকোর্টের বিচারপতি হলেন মেহেরপুরের সন্তান অ্যাডভোকেট আসিফ হাসান

প্রথমবারের মতো বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ পেলেন মেহেরপুরের কৃতি সন্তান অ্যাডভোকেট আসিফ হাসান। তাঁকে সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে অতিরিক্ত বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ দিয়েছেন রাষ্ট্রপতি।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি, সংবিধানের ৯৫(১) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রধান বিচারপতির সঙ্গে পরামর্শক্রমে এবং সংবিধানের ৯৮ অনুচ্ছেদ অনুসারে অ্যাডভোকেট আসিফ হাসানসহ মোট ২৫ জনকে হাইকোর্ট বিভাগের অতিরিক্ত বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ দেন।

শপথ গ্রহণের দিন থেকে আগামী দুই বছরের জন্য তাঁরা হাইকোর্ট বিভাগে দায়িত্ব পালন করবেন।

অ্যাডভোকেট আসিফ হাসান মেহেরপুর শহরের কোর্ট রোডের বাসিন্দা এবং মেহেরপুর জেলা আইনজীবী সমিতির সাবেক সভাপতি মরহুম

অ্যাডভোকেট আব্দুর রশিদের যোগ্য উত্তরসূরি।

সাবেক মন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের স্ত্রী সৈয়দা মোনালিসার জামিন

সাবেক জনপ্রশাসনমন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের স্ত্রী ও যুব মহিলা লীগের কেন্দ্রীয় সহ-সভানেত্রী সৈয়দা মোনালিসা ইসলামকে অন্তর্বর্তীকালীন জামিন দিয়েছেন হাইকোর্ট।

গতকাল সোমবার (২৪ মার্চ) হাইকোর্টের বিচারপতি মো. ইকবাল কবির ও বিচারপতি দেবাশীষ রায় চৌধুরীর সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ রুলসহ এ আদেশ দেন। আদালতে আজ রাষ্ট্রপক্ষে ছিলেন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল তাহেরুল ইসলাম তৌহিদ, সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল মো. মিজানুর রহমান ও সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল মো. আল-আমিন।

ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল তাহেরুল ইসলাম তৌহিদ বলেন, এই আদেশের বিরুদ্ধে আপিল বিভাগে আবেদনের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। আমরা আপিল করবো।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ঘটনায় দায়ের করা এক মামলায় গত ১৬ ফেব্রুয়ারি রাতে ঢাকার ইস্কাটন এলাকা থেকে সৈয়দা মোনালিসা ইসলামকে গ্রেফতার করে পুলিশ।

পরদিন ১৭ ফেব্রুয়ারি মেহেরপুর আমলি আদালতে হাজির করে সাত দিনের রিমান্ড আবেদন করেন মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা। আমলি আদালতের বিচারক বেগম শারমিন নাহার তাকে তিন দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন।

রায়ে প্রতিক্রিয়া জানালেন আবরার ফাহাদের মা

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) ছাত্র আবরার ফাহাদ হত্যা মামলায় ২০ জনের মৃত্যুদণ্ড ও ৫ জনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বহাল রেখে রায় দিয়েছেন হাইকোর্ট।

বিচারপতি এ কে এম আসাদুজ্জামান ও বিচারপতি সৈয়দ এনায়েত হোসেনের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ গতকাল রোববার এই রায় দেন।

প্রতিক্রিয়া জানিয়ে এ রায়ে সন্তোষ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন আবরার ফাহাদের মা রোকেয়া খাতুন বলেন, ‘আবরার ফাহাদ হত্যার আপিল শুনানির রায় হয়েছে আজ। হাইকোর্টে আগের রায় বহাল থাকায় আমরা সবাই সন্তুষ্ট।’

রোববার দুপুরে হাইকোর্টের রায়ের পর কুষ্টিয়া শহরের নিজ বাসভবনে তিনি তাঁর সন্তুষ্টির কথা জানান।

সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে রোকেয়া খাতুন বলেন, ‘দীর্ঘ ছয় বছর পরও এ দেশের মানুষ আমাদের সঙ্গে আছেন। কেউ আমাদের কাছ থেকে দূরে সরে যাননি। এ জন্য আমি সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। এখন চাওয়া, এ রায় যেন দ্রুত কার্যকর হয়। এ রায় কার্যকর হলে ভবিষ্যতে এমন কাজ করতে আর কেউ সাহস পাবে না।’

এর আগে ডেথ রেফারেন্স ও আসামিদের করা আপিলের শুনানি শেষ হয় গত ২৫ ফেব্রুয়ারি। শুনানি শেষে মামলাটি রায়ের জন্য অপেক্ষমাণ রাখা হয়। ডেথ রেফারেন্স অনুমোদন ও আসামিদের করা আপিল খারিজ করে এ রায় ঘোষণা করেন হাইকোর্ট।

প্রসঙ্গত, ২০১৯ সালের ৬ অক্টোবর বুয়েটের শেরেবাংলা হল থেকে তড়িৎ ও ইলেকট্রনিকস প্রকৌশল বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র আবরার ফাহাদের লাশ উদ্ধার করা হয়। ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা তাঁকে পিটিয়ে হত্যা করেন। এ ঘটনায় আবরারের বাবা রাজধানীর চকবাজার থানায় হত্যা মামলা করেন।

২০২১ সালের ৮ ডিসেম্বর মামলার রায় দেন বিচারিক আদালত। রায়ে ২০ জনকে মৃত্যুদণ্ড ও পাঁচজনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়।